আজকের কাগজ

তারিখ 27 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

149

হত ৩ আহত ৮ শতাধিক

গত তিনমাসে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৫টি সংঘর্ষ হয়েছে

নজমুল কবির শিপন ঃ সন্ত্রাস দমনে নিবর্তনমূলক কঠোর আইন জারি করলেও গত তিনমাসে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৫টি সংঘর্ষ হয়েছে। এ সংঘর্ষে ৩ জন নিহত এবং আহত হয়েছে ৮ শতাধিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে ১৭টি। সংঘর্ষে সরকারি দল বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণ ছিলো সর্বাধিক ৪০টি। অর্থাৎ মোট সংঘর্ষের অর্ধেক ছাত্রদলের প্রতিপক্ষ ছিলো ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্রশিবির, সংগ্রামী ছাত্রসমাজ, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ছাত্রলীগ (ম-ই) ও শিবির। ছাত্রলীগ ২৫টি এবং ছাত্রশিবির ১৩টি সংঘর্ষে জড়িত ছিলো। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে ৭ বার।

গত ৩১ আগস্ট ও ৪ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বহিরাগতসহ ৩ জন ছাত্রদল কর্মী নিহত হলে সন্ত্রাস দমনে কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ৬ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের কেন্দ্রিয় কমিটি বাতিল করা হয় এবং তাদের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত বলে ইলিয়াস আলীকে গ্রেফতার করে। ১৬ সেপ্টেম্বর সরকার সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ জারি করে এবং পহেলা নভেম্বর বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতেও দেশব্যাপী প্রতিবাদের মুখে সংসদে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ পাস করে নেন। এর আগে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংঘর্ষের কারণে বন্ধ হলে অনুদান বাতিল করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ জারি করে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সবাই অধ্যাদেশ জারির ফলে 'সুফল' পাওয়া গেছে বলে দাবি করে আসছে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর ছাত্রদল-সংগ্রামী ছাত্রসমাজের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বন্দুক যুদ্ধে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৩ সেপ্টেম্বর ছাত্রদল-ছাত্রলীগ বন্দুক যুদ্ধে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি হলে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

১৪ সেপ্টেম্বর শিবির কর্মীরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করে। এতে ২০ জন আহত হয়। কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে শিবিরের হামলায় ছাত্রলীগ মাহবুবুল হক মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩ তারিখ মারা যায়।

২০ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বন্দুক যুদ্ধের ফলে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খোলার দু'দিন পরই আবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। ২৮ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ছাত্র ঐক্যের মিছিলে শিবিরের হামলার ফলে ১১ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর মাগুরা সরকারি কলেজের ছাত্র রবিউল ইসলাম রবি ছুরিকাহতে নিহত হয়। ৩১ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা কলেজ ছাত্রদল শিবির সংঘর্ষে ৪০ জন আহত হয়।

পহেলা অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়। ১২ অক্টোবর ইডেন কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। ২২ অক্টোবর খুলনা সুন্দরবন কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। ২৩ ও ২৬ অক্টোবর ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে ২ দফা সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হওয়ার ফলে সিলেট মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। একই দিনে আরো সংঘর্ষের আশংকায় সিলেটের মদনমোহন কলেজ ও সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়। ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে শিবির কর্মীরা আবারো হামলা, অগ্নি সংযোগ, ভাংচুর করে। এতে ২০ জন আহত হয়।

২ নভেম্বর মিরসরাইয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগে ৩ ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধে ১৫ জন আহত হয়। একই দিনে ছাত্রদল ঝিনেদায় ছাত্রমৈত্রীর মিছিলে হামলা চালায়।

৩ নভেম্বর ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষের কারণে চৌমুহনী কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। ৫ নভেম্বর চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ছাত্রলীগ-শিবির বন্দুকযুদ্ধে ৫০ জন আহত হয়। ২৫ জন বুলেটবিদ্ধ হয়। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। একই দিনে ছাত্রদল শিবিরের সংঘর্ষে ১০ জন আহত হওয়ার পর কারমাইকেল কলেজে ক্লাস স্থগিত করা হয়। ৬ নভেম্বর সাতকানিয়ায় আবারো শিবির ছাত্রলীগ সংঘর্ষ বাধে। দু'জন ছাত্রলীগ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১২ নভেম্বর শিবির কর্মীরা কারমাইকেল কলেজে অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। একই দিন ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষের ফলে গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৪ নভেম্বর রাউজান কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধে ৩০ জন আহত হয়। ১৫ নভেম্বর ছাত্রদল-ছাত্র সমাজ সংঘর্ষে লালমনিরহাটে ১৫ জন আহত হয়। একই দিন ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে ২০ জন আহত হওয়ার ফলে কেশবপুর কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৮ নভেম্বর ছাত্রদল ছাত্রলীগ সংঘর্ষের ফলে হবিগঞ্জে শায়েস্তাগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। সিরাজগঞ্জ মনসুর আলী সরকারি কলেজে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এক সংঘর্ষে ২৪ জন আহত হয়। এ দিন ছাত্রদল ও শিবির এবং ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে মোট প্রায় ৩৫ জন আহত হয়। এ সংঘর্ষে সিরাজগঞ্জ কাজীপুর সরকারি ডিগ্রী কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

গত ২২ নভেম্বর ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদল ও এনডিপি'র সংঘর্ষের কারণে রাউজান কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। একই দিনে জামালপুরের ইসলামপুর কলেজ বন্ধ হয়। টঙ্গী সরকারি কলেজে ছাত্র সংঘর্ষে অধ্যাপকসহ কয়েকজন আহত হয়।